দৈনিক সংবাদ

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 02 MAR 1989
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

43

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

কম্পিউটার সেন্টার বন্ধ প্রসঙ্গ

গত ২৭শে ফেব্রুয়ারীর সংবাদ-এ প্রকাশিত "ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টারটি বন্ধ হয়ে গেছে" শিরোনামের সংবাদটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার ব্যবহারকারী ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে দারুণ হতাশার সৃষ্টি করেছে। আজকের যুগে কম্পিউটার ব্যবহার বিশেষ কোন ফ্যাশন নয়, এটা অবিকল্প প্রয়োজন। কম্পিউটার সেন্টারটি চালু হবার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের মধ্যে স্বাভাবিক কারণেই দারুণ উৎসাহ দেখা দেয়। শিক্ষার্থী ও ব্যবহারকারীরা বিনা খরচে নিজেদের প্রতিষ্ঠানে নিজেদের কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারছেন---এটা কম গৌরবের কথা নয়। শুরু থেকেই টেকনিক্যাল ষ্টাফের স্বল্পতা থাকা সত্ত্বেও কেন্দ্রের পরিচালকের একাগ্রতার জন্য ২/১ জন ষ্টাফ নিয়েই কেন্দ্রটি শিক্ষার্থী ও গবেষকদেরকে যে সেবা দিয়ে আসছিল তার মূল্যও কোন অংশে কম নয়। কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যাওয়া মানে কম্পিউটার ব্যবহারকারী গবেষকদের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং এর পরিণাম কারোই কাম্য নয়। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, যে কোন প্রযুক্তি ও এর ব্যবহার মুহূর্তে গজিয়ে উঠা কিছু নয়---এর জন্য একটি ক্রমধারা বজায় রাখতে হয়। ষাটের দশকে ঢাকার আণবিক শক্তি কমিশনে যে ছোট্ট কম্পিউটারটি চালু করা হয়, তাকে কেন্দ্র করেই সত্তুরের দশকে গড়ে উঠে ছোট্ট একটি প্রশিক্ষিত দল, আজকের বাংলাদেশে কম্পিউটার প্রযুক্তিতে যাদের অবদান অমূল্য।

যাক, সংবাদে উল্লেখিত তথ্য অর্থাৎ সাভিসিং-এর চুক্তি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আই, বি, এম-এর বিল পরিশোধন করছেন না। এটা যদি সত্যি হয় তবে বিষয়টি আমাদেরকে দারুণভাবে ভাবিত করে। এক কোটি টাকা দিয়ে আমরা কম্পিউটার কিনতে পারছি, অথচ এর একটি ক্ষুদ্রাংশ ব্যয় করতে পারছিনা এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য---এটাই হতাশা ও দুঃখের কারণ। সার্ভিসিং-এর জন্য টাকার যে অংকের কথা বলা হয়েছে সেটা আপাত দৃষ্টিতে বড় মনে হলেও এ জাতীয় কাজে সেটা খুবই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় কম্পিউটারটির বাণিজ্যিক ব্যবহারের পরিমাণ বাড়াতে পারলে সার্ভিসিং-এর খরচটা ওখান থেকেও উঠে আসতে পারে। যাক, সার্ভিসিং-এর খরচ কোথা থেকে আনবে সেটা বিশ্ববিদ্যালয়ের চিন্তার ব্যাপার। আমরা যারা কম্পিউটারটি ব্যবহার করছি তাদের দাবী--যেকোন মূল্যেই হোক কেন্দ্রটি চালু রাখতে হবে। শিক্ষার্থীদের প্রশিক্ষণ ও গবেষকদের ফলপ্রসূ গবেষণার প্রয়োজনে নিজস্ব এই সম্পদ রক্ষা করতেই হবে।

যে দেশে ছোট একটি কর্পোরেশন বছরে কয়েকশ' কোটি টাকা লোকসান দিতে পারে সেদেশে অমূল্য একটি প্রতিষ্ঠান কয়েক লাখ টাকার জন্য বন্ধ হয়ে যাবে সে লজ্জার দায়ভার আমাদের সবাইর। কাজেই মাননীয় উপাচার্য ও বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত কমিশন-এর কাছে আমার আবেদন, কম্পিউটার কেন্দ্রটিকে অনুগ্রহ করে চালু রাখার ব্যবস্থা নিন ; অন্যথায় এ প্রজন্ম তো বটেই, আগামী প্রজন্মের কাছে আমাদের সবাইকে জবাবদিহি করতে হবে।

এস, এম, মুজিবুর রহমান,
অধ্যাপক, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগ,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।